যুগান্তর

তারিখ ... 10 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...১...

ক্যাম্পাসে লেজুড়বৃত্তি রাজনীতি ও শিক্ষকদের কনসালটেন্সি বন্ধে ইউজিসির পরামর্শ

যুগান্তর রিপোর্ট

জাতীয় শিক্ষানীতিতে ক্যাম্পাসে লেজুড়বৃত্তিমূলক রাজনীতি নিষিদ্ধ এবং শিক্ষকদের কনসালটেন্সি ব্যবসা ও পার্টটাইম চাকরি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনার পরামর্শ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। রোববার নায়েমে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির কো-চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী খলীকুজ্জমান। ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম উচ্চশিক্ষার জাতীয় নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত মোট ৫০টি সুপারিশ উত্থাপন করেন। সূত্র জানায়, সভায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ছয়টি আঞ্চলিক কেন্দ্র করার জন্য ছয় বিভাগে ৫০ বিঘা করে জমি বরাদ্দের সুপারিশ করা হয়। বৈঠক সূত্র জানায়, দীর্ঘ ১৮ পৃষ্ঠার ওই সুপারিশমালায় যেসব বিষয় রয়েছে তা হচ্ছে— উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সংখ্যাগত সম্প্রসারণ : শিক্ষার্থী ও শিক্ষক, উচ্চশিক্ষার পারিসারিক বিস্তারণ : ভৌগোলিক ও আঞ্চলিক বিস্তারণ, ভর্তির যোগ্যতা বা পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীর জন্য অগ্রাধিকার, গুণগত মানউন্নয়ন, অ্যাক্রেডিটেশন, অ্যাকাডেমিক দক্ষতা উন্নয়ন, বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতিকরণ, বাধ্যতামূলক ইন্টারনিশিপ ও পরীক্ষা এবং গ্রেডিং পদ্ধতি, খণ্ডকালীন শিক্ষকতা ও কনসালটেন্সি, কোর্স-কারিকুলাম, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চশিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও এর বিকেন্দ্রীকরণ : কলেজ শিক্ষা ইত্যাদি। জানা গেছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আলোচনায় ইউজিসির পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহ এবং কমিটির সদস্য অধ্যাপক কাজী ফারুক অংশ নেন। উপাচার্য স্থায়ী শিক্ষা

ইউজিসি : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

ইউজিসি : পরামর্শ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কমিশন গঠন, উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও দিকনির্দেশনা এবং উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনে ইউজিসিকে প্রকৃত অর্থে কমিশনে পরিণত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। অধ্যাপক কাজী ফারুক বলেন, প্রধানমন্ত্রী চাইছেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ গবেষণাধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় হোক। তার আগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে যে ছয়টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালনা করার কথা বলা হচ্ছে তা যদি স্থায়ী ভূমি ও অবকাঠামোর ওপর গড়া হয়, তাহলে পরে এ কেন্দ্রগুলোকেই পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা যাবে। আর এতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নও পূরণ সম্ভব হবে। এ জন্য তিনি প্রত্যেক বিভাগীয় শহরে ৫০ বিঘা করে জমি বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এছাড়া তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটর ক্যাম্পাস বন্ধের কথাও বলেন। অন্যথায় উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত হবে না বলে তিনি মনে করেন